দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 SEP 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

অগ্নিসংযোগ ঃ সংঘর্ষ ঃ ৪ জন ছাত্র আহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার গুলী বোমাবাজি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে ৪ জন ছাত্র আহত হয়েছেন। তছনছ হয়েছে আবাসিক হলের ৫টি কক্ষ। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের হাতে বেশ ক'জন ছাত্রের বই বিছানাপত্র পুড়েছে। ব্যাপক গোলাগুলী ও বোমাবাজির ফলে ক্যাম্পাস কার্যতঃ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

গত বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্রলীগ (সুলতান-রহমান)-এর কর্মীদের মধ্যে মৃদু সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে রাত ১২টায় জহুরুল হক হল থেকে আগত একদল শসস্ত্র যুবক জগন্নাথ হল পূর্ববাড়ীর ৫টি কক্ষ তছনছ ও বই, বিছানা পুড়িয়ে বোমা ফোটাতে ফোটাতে চলে যায়। এ সময় মহসীন হল থেকে আরেক দল শসস্ত্র যুবক আগের হামলাকারী দলটিকে খুঁজে বেড়ায়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে উভয় দল মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় প্রায় অর্ধ শতাধিক গুলী ও বোমার আওয়াজ শোনা যায়। এক পর্যায়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নীতিশ চন্দ্র সাহা তার কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরিকাহত হন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের একজন কর্মী বলে জানা যায়। সংঘর্ষ শুধু জগন্নাথ হলেই সীমিত থাকেনি, তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পাসের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। রাত আড়াইটা পর্যন্ত মহসীন হল ও জহুরুল হক হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে তুমুল শসস্ত্র সংঘর্ষ চলে। শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে মিছিল বের করেন। এ সময় মিছিলকারীদের হাতে ছাত্রলীগ (সু-র)-এর কর্মী ফজলু ও সুজন প্রহৃত হয়। ছাত্রলীগের কর্মীরা এ খবর পেয়ে ছাত্রদলের মিছিলের উপর হামলা করেন। এ সময়ের সংঘর্ষে ২৫/৩০টি গুলী ও বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরণে ছাত্রদলের রফিকুল ইসলাম মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ শেষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাত করে ঘটনার প্রতিকারের দাবী জানান।

দু'টি ছাত্র সংগঠনের শসস্ত্র সংঘর্ষে বর্তমানে ক্যাম্পাসে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়বে। যার পরিণতি কারো জন্য শুভ হবে না।